9 MAY 2017

ফিজিওথেরাপি কলেজ নির্মাণে এবার রাষ্ট্রপতির নির্দেশনা

নজরুল ইসলাম

এবার খোদ রাষ্ট্রপতি নির্দেশনা দিলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে। হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন এর আগে। তবু রাজধানীতে ফিজিওথেরাপি কলেজের ভবন নির্মাণকাজ শুরু হয়নি।

২০০৮ সালে মহাখালীতে বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিওথেরাপির জন্য সোয়া পাঁচ একর জমি বরাদ্দ দেয় সরকার। ২০১০ সালে ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। দেওয়া হয় সীমানাপ্রাচীর। কিন্তু রহস্যজনক কারণে ভবন নির্মাণকাজ আর শুরু হয়নি। এরপর ওই জমিতে গড়ে ওঠে দুই হাজারের বেশি বস্তিঘর। চিহ্নিত চক্র সেসব বস্তিঘর ভাড়া দিয়ে টাকা কামাতে থাকে। একপর্যায়ে সেখানে মাদক ব্যবসার অভিযোগ ওঠে। এ অবস্থা চলছে ছয় বছর ধরে।

কলেজের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন বাংলাদেশ ফিজিক্যাল থেরাপি অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিএ) নেতারা। সরকারের সব পর্যায়ে ধরনা দিচ্ছেন তাঁরা। সর্বশেষ তাঁরা দেখা করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের সঙ্গে।

গত ২৮ মার্চ রাষ্ট্রপতির কার্যালয় থেকে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়, কলেজ অব ফিজিওথেরাপি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য বিপিএ রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করেছে। এই আবেদনের বিষয়ে স্বাস্থ্যসচিবকে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে বলা হয় ওই চিঠিতে।

যোগাযোগ করা হলে স্বাস্থ্যসচিব মো. সিরাজুল ইসলাম রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের চিঠি পাওয়ার বিষয়টি জানিয়ে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ফিজিওথেরাপি কলেজ ভবন নির্মাণে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়, আমরা তা দেখছি।'

এর আগে কলেজের জমিতে থাকা বস্তিবাসীর পক্ষে হুমায়ুন কবির নামের এক ব্যক্তির করা রিটের নিষ্পত্তি করে ২০১৩ সালের ১৭ জুন রায় দেন হাইকোর্ট। রায়ে বলা হয়, সরকারের অধিগ্রহণ করা জমিতে আবেদনকারীর থাকার আইনগত অধিকার নেই। রায়ে আবেদনকারীসহ অবৈধ দখলদারদের দুই মাসের সময় দিয়ে ফিজিওথেরাপি কলেজের জন্য জমি ছেড়ে দিতে বলা হয়। পাশাপাশি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্টদের কলেজ ভবন নির্মাণে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু সেই আদেশ বাস্তবায়িত হয়নি।

বিপিএ নেতারা বলেন, স্বতন্ত্র কলেজ ভবনের অভাবে স্নাতক কোর্সের শিক্ষার্থীদের জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতালসহ নগরের বিভিন্ন চিকিৎসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্লাস করতে হচ্ছে। এতে তাঁরা দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন, আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন। দ্বারে দ্বারে ঘুরেও প্রতিকার পাচ্ছেন না তাঁরা। উপায়ান্তর না দেখে তাঁরা বঙ্গভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে ফিজিওথেরাপি শিক্ষার দুরবস্থা ও ফিজিওথেরাপি কলেজ বাস্তবায়ন না করার বিষয়টি তুলে ধরেন। রাষ্ট্রপতি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন তাঁদের।

বিপিএ সভাপতি দলিলুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পদক্ষেপের অভাবে ছয় বছরেও কলেজ ভবনের নির্মাণকাজ

এরপর পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৭

■ ছবি : পৃষ্ঠা-৯

ফিজিওথেরাপি কলেজ নির্মাণে এবার রাষ্ট্রপতির

শেষ পৃষ্ঠার পর

শুরু হয়নি। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি নির্দেশ ছাড়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কোনো প্রশাসনিক উদ্যোগ নেবেন না বলে মনে করছেন তাঁরা।

দলিলুর রহমান বলেন, বাংলাদেশে জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতায় ভুগছে। জনসংখ্যার ২০ ভাগের বয়স ৬০ বছরের ওপরে। তাঁরা বাত-ব্যথা, কোমর, মেরুদণ্ড ও ঘাড়ে ব্যথা, পক্ষাঘাতগ্রস্ততা (প্যারালাইসিস), মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত (স্ট্রোক) সমস্যায় ভুগছেন। এসব রোগের অন্যতম চিকিৎসা ফিজিওথেরাপি। এ ছাড়া সড়ক দুর্ঘটনাসহ বিভিন্ন দুর্ঘটনায় প্রতিনিয়ত মানুষ পঙ্গুত্বের শিকার হচ্ছে। তাদের জন্যও ফিজিওথেরাপি জরুরি।

যোগাযোগ করা হলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'মহাখালীতে ফিজিওথেরাপি কলেজের জমিসহ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনেকখানি জায়গা দীর্ঘদিন ধরে বেদখল হয়ে আছে। পুরো জায়গা দখলমুক্ত করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।' মন্ত্রী বিপিএ নেতাদের তাঁর সঙ্গে দেখা করার পরামর্শ দেন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং........
তারিখ........
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর